৩০-১২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা এই কর্মক্ষেত্রে এসেছ অভিনয় করার জন্য, তোমাদের অবশ্যই কর্ম করতে হবে, আত্মার স্বধর্ম হলো শান্তি, তাই শান্তি চাইবে না, এই স্বধর্মতেই টিকে থাকতে হবে"

প্রশ্ন :- এই অনাদি, নির্দিষ্ট ড্রামা জানা সত্ত্বেও বাবা তোমাদের কোন্ কথা বলেন না ? তার কারণই বা কি ?

উত্তর :- বাবা জানেন -- কাল কি হতে চলেছে তবুও তিনি বলেন না । এমন নয় যে কাল ভূমিকম্প হবে আর আজ তিনি তা বলে দেবেন । যদি বলেই দেবেন, তাহলে তো রিয়েল ড্রামা থাকবে না । তোমাদের সবকিছুই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । যদি আগে থেকেই সব জেনে যাও তাহলে তোমরা সেই সময় বাবার স্মরণও ভুলে যাবে । পরের দিকের দৃশ্য দেখার জন্য তোমাদের মহাবীর হতে হবে । অচল - অডল হয়ে থাকতে হবে । বাবার স্মরণে যাতে শরীর ত্যাগ করতে পারো তারজন্য পরিপক্ক অবস্থা বানাতে হবে ।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । মানুষ বলে থাকে যে, মনের শান্তি চাই, কিন্তু তা কি করে পাওয়া যাবে ? সম্ভবত এর উপর একটি বইও লেখা আছে । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, তোমরাও বলো ওম শান্তি । এখন এর অর্থ কি ? কেউ তো ওম এর অর্থ 'ভগবান' মনে করে । বাবাও বলেন, ওম্ শান্তি । ওম অর্থাৎ অহম (আমি আত্মা)। পরে আবার বলো, আমার শরীর । আত্মা নিজেই বলে ওম শান্তি । আমার স্বধর্মই হলো শান্ত, আর আমার নিবাস নির্বাণধাম বা শান্তিধাম । আত্মা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় যে আমি শান্ত স্বরূপ তাহলে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনই নেই যে মনের শান্তি কিভাবে মিলবে ? বাবাও বলেন - ওম শান্তি । আমি হলাম পরমাত্মা, তোমাদের সকল বাচ্চাদের আমি বাবা । আমি শান্তিধামে থাকি । তোমরা আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে এসেছো অভিনয় করার জন্য । তাহলে মনের শান্তির তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না । ওম এর অর্থও কেউ জানে না, এই কারণে ধাক্কা খেতে থাকে - মনের শান্তি খোঁজার জন্য । আত্মা অশরীরী থাকাকালীন শান্তই থাকে । শরীরে প্রবেশ করলে কর্মেন্দ্রিয় তো অবশ্যই কাজ করবে । এই কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ করতে হবে তাই শান্তির উপর কোনো বইয়ের দরকার নেই । এ তো বোঝার জন্য এক সেকেন্ডের কথা । আত্মা নিজেই বলে ওম শান্তি । বাদবাকি কি চাই ? কোথা থেকে এই শান্তি আসবে ? আত্মার দেশ তো শান্তিধাম । এখন তো আত্মা সেখানে গিয়ে থাকবে না । অভিনয় তো অবশ্যই এখানে করতে হবে । এমনিতেও পরমপিতা পরমাত্মার থেকে জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো বই ইত্যাদির প্রয়োজন নেই । এ তো এক সেকেন্ডের কথা । বই ভক্তিমার্গে লেখা হয় নাকি জ্ঞানমার্গে ? তবুও বাইরের মানুষদের প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য - মনের প্রকৃত শান্তির জন্য, সত্য গীতার উপর কিছু লিখার প্রয়োজন হয় । না হলে বুদ্ধি বলবে - নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো , সুখধাম আর শান্তি ধামকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মোতি সেই গতি হয়ে যাবে । বাকি থোড়াই এখানে মনের শান্তি আসতে পারে । শান্তিধাম হলো নির্বাণধাম, যেখানে বাবাও থাকেন আর সঙ্গে আত্মারাও থাকে । রুদ্র মালাও বলা হয় আর রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও একই । জ্ঞানের সাগর বাবাই এই জ্ঞান শোনাতে পারেন । বাকি জ্ঞান তো অনেক প্রকারের । সাইন্সের জ্ঞান, কারিগরীর জ্ঞানও হয় । কিন্তু সে হলো ব্যবহারিক জ্ঞান । মানুষ বুদ্ধিতে অনেক চতুর হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান পেয়েছো । এ হলো এক ঈশ্বরীয় পাঠশালা যেখানে পড়ানো হয় ।

শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তিনি সব বেদ – শাস্ত্র ইত্যাদিকে জানেন । ভুল বা ঠিক, সত্য বা মিথ্যা কি তা আমি বুঝিয়ে বলি । এখন বলো, সত্য কি ? সর্বব্যাপী বলা .....এ কি সত্য ? আমি তো তোমাদের বাবা । সর্বব্যাপীর থেকে তো কোনো জ্ঞানই পাওয়া যায় না । পুরুষার্থও হয় না । সর্বব্যাপী হয়ে তিনি কি করবেন ? তিনি তো মালিক, ভগবান তো কখনোই পতিত হন না । তিনি তো যখন চাইবেন, তখনই ফিরে যাবেন । এখানে তো সবাই পতিত, তাই কেউই ফিরে যেতে পারে না । পতিত হলে সমস্ত জ্ঞান উড়ে চলে যায়, বুদ্ধিও মলিন হয়ে যায় । যোগ লাগে না, স্মরণে বিঘ্ন আসে, তাই কোনো পাপ কর্মই করা উচিত নয় । বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । বাবা ছাড়া পুরানো পাপ দূর হবে না । এমন নয় যে হরিদ্বারে থাকলেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে, না এমন নয় । পাপ তো করতেই থাকে । সাধু – সন্তরা যদি জানতেন যে আমাদের ঘর শান্তিধাম তাহলে সেখান থেকে ঘুরে আসতেন । বাবা কিন্তু তোমাদের সমস্ত সাক্ষাৎকার করান । তেমন তোমরাও ঘুরে আসো । ভক্তিমার্গেও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা যখন সত্যযুগে থাকো তখন এই চোখেই লক্ষ্মী – নারায়ণকে দেখবে । তাঁরাও তোমাদের দেখবেন । এখন সাক্ষাৎকারে দেখতে পাও । বাবার কাছে দিব্যদৃষ্টির চাবি আছে তা আর কেউই পায় না । বাবা বুঝিয়েছেন এই চাবি আমি কাউকেই দিই না । এদের পরিবর্তে আমি স্বর্গের রাজত্ব করি না । তিনি ব্যলেন্স সমান রাখেন । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হও, আমি কিন্তু হই না । ভক্তিমার্গে যে মূর্তির সাক্ষাৎকার করো তাতে থোড়াই শক্তি আছে ।

বাবা বলেন -- আমি মনোকামনা পূরণ করানোর জন্য সাক্ষাৎকার করিয়ে থাকি । গণেশ, হনুমান ইত্যাদি যাদের পূজা তোমরা করো, আমিই তাদের সাক্ষাৎকার করাই । কিন্তু ওইসব মানুষরা ভাবে, পরমাত্মা সবকিছুর মধ্যে আছেন, তাই আমাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, ভুল জ্ঞান নিয়ে ফেলেছে । বাস্তবে এরা সকলেই হলো ভাই – ভাই । সবার মধ্যেই আত্মা আছে । সকলেই তো আর বাবা হতে পারে না । মানুষ ডাকতে থাকে, হে গড ফাদার দয়া করো, তাহলে সবাই তো বাচ্চাই হয়ে গেলো । বাচ্চাদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হলে দেহ – অভিমান ত্যাগ করতে হবে । ব্যস, আমি আত্মা আমার বাবার থেকে আশীর্বাদী বার্সা নিচ্ছি । আত্মাকে মেল বা ফিমেল কিছুই বলা হয় না । যদিও শরীর রূপী বস্ত্র মেয়েদের হয়, তবুও এটাই বলা ঠিক যে আমি আমার আশীর্বাদী বর্সার অধিকার নিচ্ছি । বাবার থেকে এই স্বর্গের বর্সা নেওয়ার অধিকার সকলের আছে । আমি খৃস্টান, আমি অমুক । এ হলো সব শরীরের ধর্ম । আত্মা কিন্তু একই । শরীরের পরিবর্তন হয়, তখন বলে, এ মুসলমান, এ হিন্দু । আত্মার নামের পরিবর্তন হয় না কেবল শরীরের পরিবর্তন হয় । বাবা হলেনই পতিত – পাবন, জ্ঞানের সাগর ।বাবার মহিমাই আলাদা । তিনি শান্তির সাগর আবার জ্ঞানেরও সাগর । তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে আমরা শান্তিধামে যেতে পারবো, তাও এখন । এমন যোগ কেউই কখনো লাগাতে পারে না । তোমরা শান্তিধামকে জানো । বাকি স্মরণ তো শিব বাবাকেই করো । সন্ন্যাসীরা বলে যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী । তারা ব্রহ্মের সাথে যোগ লাগায় কিন্তু তাতে কোনো বিকর্ম বিনাশ হয় না । সেই যোগই হলো ভুল । ব্রহ্ম হলো থাকার জায়গা । ব্রহ্মজ্ঞানী বা তত্বজ্ঞানী একই কথা । বাবা বলেন, এ হলো তাদের ভ্রম । ব্রহ্মা কখনোই পতিত পাবন হতে পারেন না । আত্মাদের বাবা হলেন শিব, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । বাকি ঘরে তো কেউই ফিরে যেতে পারে না । সকলকেই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে । যখন এক নম্বর নারায়ণ, তিনিই এমন হন, তখন সকলকে অবশ্যই তমোপ্রধান হতে হয় । পুনর্জন্মও নিতে হয় । এও বুদ্ধিতে রাখতে হয় ।

তোমরা জানো যে, প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ কতগুলো জন্ম নেয় ? দেবতাদের জন্য বলা হয়, তারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন । অন্যদের জন্ম এমন এক হতে পারে না । কেউ হিসেব করলে বের করতে পারে । কিন্তু প্রয়োজন নেই । আমাদের নিজেদের পুরুষার্থ নিয়েই চিন্তা করা উচিত বাকি বেশী বিষয়ের বিশ্লেষণে যাওয়ার দরকার নেই । তোমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তির জন্য 'মনমনাভব' (মন আমার সঙ্গে যুক্ত করো) হও । আমি হলাম পতিত পাবন, আমি এসেই রাজযোগ শেখাই । পতিত পাবন অবশ্যই কলিযুগের অন্তেই আসবে নাকি দ্বাপরে আসবে ? শুধুমাত্র শিবরাত্রি লিখলেই তার সঠিক অর্থ আসবে না । ত্রিমূর্তি শিবরাত্রি লেখা উচিত । ভক্তিতে হয় ঘোর অন্ধকার, তাই বলা হয় জ্ঞানসূর্য প্রকট হয়েছে .....অবশ্যই তা কলিযুগের অন্তিমেই হবে । প্রকাশ হলো সত্যযুগে । বাবা অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসবেন । সবাই যখন পতিত হয়ে যাবে তখনই তো বাবা এসে তাদের পবিত্র করবেন কারণ সকলেরই তো বাবার সঙ্গেই সম্পর্ক । অনেক সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে, মনের শান্তি কিভাবে হবে ? আত্মার স্বধর্মই তো হলো শান্ত । ভারতবাসী যেমন দেবী - দেবতাদের ভুলে গেছে তেমনই আত্মা নিজের স্বধর্মকে ভুলে গেছে । আত্মাই জানে যে - আমাকে রাবণ অশান্ত করেছে । এই জ্ঞান এখন আমরা পেয়েছি । এখানে তো কখনোই শান্তি পাওয়া যাবে না । শান্তিধামেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে । সেখানে তো সবাইকেই যেতে হবে । আমরা শান্তিধামে যাবো তারপর সুখধামে আসবো । অন্য ধর্মের লোকেদের শান্তি অধিক মেলে, আমাদের মেলে অধিক সুখ । তারা না বেশী সুখ না বেশী দুঃখ পাবে । এ হলো বিস্তারিত কথা । কেউ কেউ খুব ভালোভাবে লক্ষ্যকে ধরে রেখেছে, এর পরিমাণও অনেক । ঘরে থেকেই বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে থাকো । কিন্তু প্রজা বানাতে পারবে না । যারা প্রজা বানাবে তারাই রাজা - রানী, মালিক হতে পারবে । এতেই তো পরিশ্রম । প্রজেক্টরের সাহায্যে বোঝানো খুব সহজ । বড় বড় মানুষদের নিমন্ত্রণ করে তাদের বোঝানো উচিত । তোমরা বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । এর পদ্ধতিও নতুন ভাবে বের হচ্ছে । ইংরেজীতেও প্রজেক্টর স্লাইডে বিদেশে গিয়ে দেখাতে পারো । যখন তারা এই গোলার চিত্র ইত্যাদি দেখবে তখন বুঝতে পারবে এ হলো ভারতের ফিলসফি । এই জ্ঞান একমাত্র বাবাই দিতে পারেন । এ হলো রুহানী জ্ঞান । রুহ (আত্মা) থেকেই এই রুহানী জ্ঞান পাওয়া যায় । প্রকৃত ফিলোসফির ডাক্তার হালে তোমরা । বাবা হলেন রুহানী সার্জন । তিনি রুহ অর্থাৎ আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেন । তোমাদের হলো সকলই গুপ্ত । দুনিয়ার মানুষ তো বসে কেবল শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, তাই তাদের অনেক মানও হয় । তারা রুহ বা আত্মাকে পতিত মনে করে না, নির্লিপ্ত বলে দেয় । তাই প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র তোমরাই দিতে পারো । এও তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে দুনিয়ার মানুষের হলো হদের সন্ন্যাস আর তোমাদের হলো বেহদের সন্ন্যাস, যা একমাত্র বেহদের বাবাই এসে শেখাতে পারেন । ওদের হলো হঠযোগ আর তোমাদের হলো রাজযোগ । ওরা হঠযোগের দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে চায় । তোমরা রাজযোগের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করো । এ অনেক পার্থক্য । এখন বাবার সাহায্যে তোমরা নলেজফুল হচ্ছো । কিন্তু এও হবে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । এমন বাবার সঙ্গে কতো ভালোবাসা থাকা উচিত । এ হলো গুপ্ত প্রেম । আত্মাও তো গুপ্ত । আত্মারা জানে যে আমরা বাবাকে পেয়েছি । তিনি আমাদের এখন দুঃখ মুক্ত করাচ্ছেন । বাবা আপনি তো আশ্চর্য করে দেখাচ্ছেন । কল্পে কল্পে আপনি আমাদের জ্ঞান দেন আবার আমরা ভুলে যাই । বাবা বলেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, আমি তো বলেই ছিলাম যে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না । এই সম্পূর্ণ নাটক বানানোই আছে । এর কিছু তফাৎই হয় না । এই নাটক পূর্ব নির্ধারিত, যা কিছুই হচ্ছে সব সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো । বিনাশও হবে, স্থাপনাও হবে, সবই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । মনে করো কাল যদি ভূমিকম্প হয়, আমি কিন্তু বলবোই না যে ভূমিকম্প হবে । তাহলে তো সবাই ব্যবস্থা করে নেবে

উদ্ধারের । তাই সাক্ষী হয়ে সব দেখতে থাকো । আসল কথাই হলো, আমাকে স্মরণ করো । নাহলে আমাকেও তোমরা ভুলে যাবে । বাচ্চারা, তোমাদের যে মহাবীর হতে হবে । মহাবীর – মহাবীরাকে জ্ঞানের দেব আর জ্ঞানের দেবী বলা হয় । ভগবান তোমাদের যোগ শিখিয়ে জ্ঞানের দেব – দেবী করেন । পরে যখন ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে সেই সময় তোমাদের মহাবীরত্বের প্রয়োজন । এখন তো তোমরা পুরুষার্থী । তোমাদের অচল – অডল হয়ে থাকতে হবে আর সাথে সাথে বাবাকে স্মরণে রাখতে পারলে তো খুবই ভালো । যারা এই জ্ঞানে অচল – অডল স্থিতিতে থাকবে তারা বসে বসেই শরীর ত্যাগ করবে । তারপর কর্মাতীত অবস্থায় গিয়ে সেবা করবে । বাচ্চাদের পরিপক্ক অবস্থায় শরীর ত্যাগ করে তারপর সূক্ষ্মবতনে গিয়ে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে ।

আচ্ছা -- বাচ্চাদের সর্বদা নিজেদের চার্ট দেখতে হবে যাতে আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারি । কোনো বিষয়ের সংশয়ে এসে এই পড়া কখনোই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । বাবা বার বার বলেন – তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি হয়ে এই পড়া ছেড়ে দিও না । নিজের স্থিতি অচল – অটল করতে হবে । এক বাবার সঙ্গেই প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) কোনো বিস্তারের কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না । কোনো কর্মেই বুদ্ধি যাতে মলিন না হয়, এর সম্পূর্ণ ধ্যান (খেয়াল) রাখতে হবে ।

বরদান :- 'আমি' এই স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা নিজের অরিজিনাল স্বরূপে স্থিত হয়ে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হও

এক 'আমি' শব্দই ওড়াতে পারে, আবার এই 'আমি' শব্দই আবার নীচে নিয়ে আসে । 'আমি' বললেই অরিজিনাল নিরাকার স্বরূপ স্মরণে এসে যায়, এ যখন স্বাভাবিক হয়ে যায়, দেহ ভাবের আমিত্ব যখন সমাপ্ত হয়ে যায় তখনই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কেননা এই 'আমি' শব্দই দেহ – অহংকারে এনে কর্ম বন্ধনে বেঁধে ফেলে । কিন্তু 'আমি নিরাকারী আত্মা' যখন এই স্মৃতি আসে তখন দেহভাবের ঊর্ধে, কর্মের সম্বন্ধে আসবে কিন্তু বন্ধনে নয় ।

স্লোগান :- নিশ্চিত বিজয় আর নিশ্চিত স্থিতির অনুভব করার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হও ।